দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26-OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা - ৯ ... কলাম ...

# স্কুলে কম্পিউটার

আবীর হাসান

লেখাপড়ার জন্য কম্পিউটার-ইন্টারনেট যে খুবই ভাল, তা এখন আর কেউ অস্বীকার করে না। একটা কম্পিউটার যেমন অনেক বইয়ের প্রয়োজন মিটায় তেমনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষকের প্রয়োজনও মেটানো যায়। তার ওপরে আছে সিডি, ডিভিডি, নানা রকম সফটওয়্যার। এখনও অনেক রকম সফটওয়্যার তৈরি করা যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে শিক্ষা দেয়ার জন্য।

তবে কোথায় কম্পিউটার-ইন্টারনেট নিয়ে শিক্ষাটা ভাল হবে, বাড়িতে—না স্কুলে তা নিয়ে বিভিন্ন দেশেই শিক্ষক আর কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা বিতর্ক করছেন, আলোচনা করছেন। এখনও অবশ্য উন্নত সব দেশেই সব স্কুল কলেজ কম্পিউটারে ভরে গেছে কিংবা সব ছাত্রছাত্রী কম্পিউটার-ইন্টারনেট ব্যবহার করে দক্ষ হয়ে উঠেছে এমন মনে করার কারণ নেই। কেননা, বিভিন্ন দেশেই নানা ধরনের স্কুল আছে আর সেসব স্কুলের বেশিরভাগেরই অর্থনৈতিক সঙ্গতি সীমাবদ্ধ। মানে কম্পিউটার-ইন্টারনেটের জন্য অনেক অনেক টাকা ব্যয় করতে সব স্কুল কর্তৃপক্ষ পারছে না। আবার যত উন্নত দেশই হোক সেসব দেশের সরকার এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি সব স্কুলে তারা বিনামূল্যে কম্পিউটার দেবে কি ইন্টারনেটের সংযোগ দেবে। কিছু কিছু উন্নত দেশের সরকার স্কুলপ্রতি কয়েকটি করে কম্পিউটার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত সব স্কুলে কম্পিউটার পৌঁছানো যায়নি। কারণ নানা রকম সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কম্পিউটার রাখা এবং সেগুলো ব্যবহার করাই বেশি সমস্যা। এছাড়া শিক্ষকের সমস্যাও আছে। ভাল প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষক না থাকলে ছাত্রছাত্রীদের শেখাবে কে? যতই অনেক কিছু ব্যবহারের সুযোগ থাক কিন্তু ছোট ছোট শিশুকে যদি শেখানো না হয় তাহলে তো নিজেরা তারা কিছুই করতে পারবে না। ইন্টারনেট ব্যবহারও ঠিকমতো না করতে পারলে তেমন কোন উন্নতি হবে না।

এ কারণেই বিভিন্ন দেশে এখন শিক্ষকরা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিভাবে পড়াবেন তা শেখানো হচ্ছে। তবে স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার ব্যবহার কেমন হবে, তা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলছেন, স্কুলে ডেস্কটপ বা পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে লেখাপড়া শেখানো খুবই ব্যয়বহুল হয়ে যাবে, শ্রেণীকক্ষে জায়গাও অনেক লাগবে। সে জন্য কেউ বলছেন, শ্রেণীতে প্রত্যেক একটা করে ডেস্কটপ বা পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার না করে ছাত্রছাত্রীরা যদি নোটবুক পিসির মতো ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে, তাহলে খুবই ভাল হয়। এটা ভাল বুদ্ধি, কারণ বই-খাতার মতো করেই নোটবুক পিসি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু স্কুল থেকে দিলে সেগুলো হারানোর ভয় থাকে আবার এখন এসব যন্ত্রের যা দাম, তাতে সব ছাত্রছাত্রী নিজেরা কিনতেও পারবে না। সে কারণেই স্কুল শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহারের কথা যাঁরা বলছেন তাঁরা প্রতি শ্রেণীতে একটি করে কম্পিউটার রেখে সেগুলোর সাহায্যে শিক্ষকদের পড়ানোর ব্যবস্থা করতে বলছেন। কিন্তু তাতেও সবাই ঠিকমতো কম্পিউটার অপারেটিং এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার শিখতে পারবে কিনা, তাতেও সন্দেহ থেকে যায়। ইতোমধ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকায় কিছু কিছু স্কুলের কর্তৃপক্ষ কম্পিউটার দিয়ে শিক্ষাদান শুরু করেছে। এগুলো বেশ অভিজাত স্কুল। কোন কোন স্কুলে রয়েছে একটি কম্পিউটার রুম, যেখানে পর্যায়ক্রমে সব ছাত্রছাত্রীকে কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞান দেয়া হয়। আবার কোন কোন স্কুলের সব শ্রেণী কক্ষেই দেয়া হয়েছে চার থেকে ছয়টি করে কম্পিউটার। ইংল্যান্ডে কিং এডওয়ার্ড সেভেন স্কুলে ২০০০ ছাত্রের প্রতি-দু'জন একটা করে কম্পিউটার ব্যবহার করছে। তবে এ স্কুলে রয়েছে ৩৫০টি ডেস্কটপ এবং ৬শ'র বেশি নোটবুক পিসি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই স্কুলটিতেই সবচেয়ে বেশি কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে, যেসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা উদ্যোগী হয়েছেন সেসব স্কুলের কর্তৃপক্ষ সরকারি অনুদানের আশায় না থেকে বিভিন্ন উপায়ে কম্পিউটার সংগ্রহ করছেন। লন্ডনের ফারলং ইনফ্যান্ট স্কুলের কম্পিউটারের সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু এ স্কুলের সব শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে তাঁরা কম কম্পিউটার দিয়েও ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে পারছেন।

আসলে স্কুলে কম্পিউটার চালাতে শেখাটাই বড় কথা নয়, এর মাধ্যমে অনেক কিছু শেখার যে সুযোগ রয়েছে সে সুযোগটাই আগে নেয়া দরকার। এখন যা অবস্থা হয়েছে, তাতে করে কম্পিউটার চালানো শিখতে বেশি সময় লাগে না। অপারেটিং সফটওয়্যারগুলো সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংবলিত হয়েছে এতেও সুবিধা হচ্ছে। কাজেই আমাদের দেশে স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার



শেখানোর কাজও খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না। ইচ্ছা থাকলে আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকলে কয়েকটি কম্পিউটার দিয়েই অনেক ছাত্রছাত্রীকে ভাল প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। আরও ভাল হয় নতুন প্রযুক্তির কম দামের নোটবুক পিসি কিংবা ই-বুক, যেগুলো আসছে সেগুলো দিয়ে শেখানো। এখনও আমরা শিখতে পারছি না বা শেখাতে পারছি না এই ভেবে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, সুযোগ সবার মতো করেই তৈরি করতে হবে। একটু একটু করে শিখতে হবে।